বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

ভবিষ্য তহবিল ঋণ প্রদান নির্দেশিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ১৮(৩)(ঙ) অনুযায়ী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিম্নরূপ ঋণ হিসাবে ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ হতে ঋণ প্রদানের জন্য "ভবিষ্য তহবিল ঋণ প্রদান নির্দেশিকা" প্রণয়ন করা হইল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ

(১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন, ২০০১ এর ধারা নং-১৮(৩)(ঙ) এর প্রেক্ষিতে কমিশনের ২১২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে জমাদানকৃত অংশের স্থিত অর্থ থেকে ঋণ হিসাবে প্রদানের জন্য "ভবিষ্য তহবিল ঋণ প্রদান নির্দেশিকা" নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই নির্দেশিকা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অফিস আদেশ জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে;

(৩) এই নির্দেশিকায় তহবিলে সঞ্চিত অর্থ বলিতে তহবিলে চাঁদাদাতা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা এবং উক্ত চাঁদার উপর প্রদত্ত সুদ বুঝাইবে এবং তা কখনই সরকারের কন্ট্রিবিউশন এবং কন্ট্রিবিউশনের উপর প্রদত্ত সুদ বুঝাবে না এবং উহা সর্বশেষ ৩০শে জুন তারিখে হিসাবকৃত অর্থ বুঝাইবে।

(৪) এই নির্দেশিকা নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ব্যতীত কমিশনের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা-

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী: এবং

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

(৫) এই নির্দেশিকায় অগ্রিম বলিতে উপ-অনুচ্ছেদ ৩ বর্ণিত তহবিল হইতে অগ্রিম বুঝাইবে।

২। তহবিল হইতে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষঃ

এই নিদেশিকা অনুযায়ী তহবিলে জমাকৃত অর্থ হতে চাঁদা-দাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবে, যথা-

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও বিভাগ	কমিটির দায়িত্ব
১।	মহাপরিচালক (প্রশাসন)	আহবায়ক
২।	পরিচালক (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব)	সদস্য
৩।	উপ-পরিচালক (লিগ্যাল)	সদস্য
৪।	সহকারী পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (এসএম)	সদস্য
৫।	সহকারী পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (এসএস)	সদস্য
৬।	সহকারী পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ইএন্ডও)	সদস্য
৭।	সহকারী পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য সচিব

অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের আহবায়ক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এছাড়াও সভার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচিত হইবেঃ

ক) আহবায়কের অনুপস্থিতিতে অগ্রিম মঞ্জুর কর্তৃপক্ষের অন্য কোন জ্যেষ্ঠ সদস্য সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

গ) অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ প্রতি ০২(দুই) মাস অন্তর সভা করিবেন। সভায় ঋণের জন্য আবেদনকারীদের আবেদন বিবেচনা এবং সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি যে কোন সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবেন;

৩। অগ্রিমের উদ্দেশ্য:

(১) আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থার কারণে অগ্রিম প্রয়োজন এবং নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য অগ্রিম ব্যবহৃত হইবে এই মর্মে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) চাঁদাদাতার বা তাঁহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল কোন ব্যক্তির:-

(অ) দীর্ঘ অসুস্থতার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(আ) চিকিৎসা বা শিক্ষার জন্য বিদেশ গমনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(ই) বিবাহ, শেষকৃত্য, শিক্ষা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান যাহা ধর্মীয় বা সামাজিকভাবে পালন করা প্রয়োজন সেই সকল অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(খ) জীবন বীমার কিস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে;

(গ) বাসগৃহ নির্মানের জন্য জমি ক্রয়ের অথবা বাসগৃহ নির্মান, ক্রয় বা মেরামতের উদ্দেশ্যে অথবা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে;

(ঘ) মুসলিম চাঁদাদাতাদের প্রথম বারের হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে;

(ঙ) মুসলিম চাঁদাদাতার স্ত্রীর মোহরানার দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে। তবে এই উদ্দেশ্যে অগ্রিম মঞ্জুর সমগ্র চাকরিজীবনে একবারের অধিক হইবে না এবং এই অগ্রিমের পরিমাণ বিধি-৪ এ উল্লিখিত পরিমাণ বা মোহরানার প্রকৃত পরিমাণ এই দুই এর মধ্যে যাহা কম উহার অধিক হইবে না।

৪। অগ্রিমের পরিমাণ:

(ক) গৃহায়নের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্র ব্যতীত কোন অগ্রিম চাঁদাদাতার ৩ (তিন) মাসের বেতন বা তহবিলে জমারূপে স্থিত অর্থের অর্ধেক-এর মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না।

(খ) বিশেষ বিবেচনায়, উহার বিবরণ লিখিতভাবে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিয়া অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে তহবিলে স্থিত অর্থের ৭৫% পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(গ) বাসগৃহ নির্মানের জন্য জমি ক্রয়ের অথবা বাসগৃহ নির্মান, ক্রয় বা মেরামতের উদ্দেশ্যে অথবা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের বেতন অথবা তহবিলে জমারূপে স্থিত অর্থের ৮০%, এই দুই-এর মধ্যে যাহা কম তাহার অধিক হইবে না।

(ঘ) চাঁদাদাতার বয়স ৫৪ (চুয়ান্ন) বছর পূর্ণ হইলে যে কোন যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্যে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ তহবিলে তাহার জমারূপে স্থিত অর্থের ৮০% পর্যন্ত অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন। এই প্রকার অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে তাহা চাঁদাদাতার নিকট হইতে আদায় করা হইবে না এবং তহবিলে তাহার জমারূপে স্থিত অর্থ চুড়ান্ত প্রদানের সময় এই অগ্রিমকে চুড়ান্ত প্রদানের অংশ বলিয়া গন্য হইবে।

৫। অগ্রিম ও উহার মুনাফা আদায়:

(ক) অফেরৎযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের যে সংখ্যক কিস্তি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে, সেই সংখ্যক সমান কিস্তিতে আদায় করিতে হইবে। তবে এই কিস্তির সংখ্যা ১২-এর কম এবং ৫০-এর বেশি হইবে না।

(খ) গৃহ নির্মানের উদ্দেশ্যে অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী মাস হইতে তহবিলে মাসিক চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে। গৃহ নির্মানের উদ্দেশ্যে অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী ১২ (বারো)তম মাসের বেতন হইতে অগ্রিম আদায় আরম্ভ করিতে পারিবে।

(গ) চাঁদাদাতাকে অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে চাঁদাদাতা তাহা উত্তোলন করিবার পর উহা মুনাফাসহ সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের পূর্বে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তপক্ষ মঞ্জুরী বাতিল করিলে মুনাফাসহ বাকি অর্থ চাঁদাদাতা তাৎক্ষনিকভাবে তহবিলে ফেরৎ দিবেন। তাহাতে ব্যর্থ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেমন নির্দেশ করিবেন সে অনুযায়ী কিস্তিতে বা অন্যভাবে চাঁদাদাতার বেতন হইতে কর্তণ করিয়া আদায়যোগ্য হইবে।

(ঘ) বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে বা খোরপোষ ভাতা প্রাপ্তিকালীন সময়ে চাঁদাদাতার সম্মতি ব্যতিরেখে অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

(ঙ) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত সকল অগ্রিমের উপর বাৎসরিক ৫% সরল মুনাফাসহ অগ্রিমের অর্থ আদায়যোগ্য হইবে। মূল অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ হইবার পর উহার উপর গণনাকৃত (মাসের ভগ্নাংশকে পূর্ণ মাস ধরিয়া) বাৎসরিক ৫% হারে মুনাফা অগ্রিম উত্তোলেনর সময় হইতে অগ্রিমের মূল অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধের সময় পর্যন্ত পরিশোধ করিতে হইবে।

(চ) মূল অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় হওয়ার পর পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে মুনাফা পরিশোধ করিতে হইবে; কিন্তু মুনাফার পরিমাণ মূল অগ্রিম পরিশোধের ১(এক) কিস্তির পরিমাণের অধিক হইলে তাহা একাধিক মাসিক সমান কিস্তিতে আদায় করা যাইবে।

৬। কমিশনের ভবিষ্য তহবিল ঋণ প্রদান নির্দেশিকা হালনাগাদ করার ক্ষমতাঃ

১) কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ কর্মচারীদের কল্যাণে কমিশনের নিকট সময়ে সময়ে এই নির্দেশিকা পরিমার্জন/সংশোধন/হালনাগাদের সুপারিশ/প্রস্তাব করিবার একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

২) এছাড়াও এই নির্দেশিকায় উল্লেখ নাই এইরুপ কোন বিষয় কিংবা কর্মচারীদের নিজস্ব সিপিএফ/জিপিএফ তহবিল হতে অর্থ প্রদানের/গ্রহণের হার অথবা অর্থ প্রদানের মানদন্ড কিংবা অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফরম এর তথ্য অসম্পুর্ণ মনে হলে তা কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক সরকারের "প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯" বা সংশ্লিষ্ট সরকারী বিধিমালা/নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক ভবিষ্য তহবিল ঋণ প্রদান সংক্রান্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করিতে পারিবে।

৩) একইসাথে কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে সময়ে সময়ে কমিশনের ভবিষ্য তহবিল ঋণ প্রদান নির্দেশিকা হালনাগাদ করিতে পারিবে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণের জন্য আবেদন ফরম।

বিষয়: ভবিষ্য তহবিল হইতে (ফেরৎযোগ্য ও অফেরৎযোগ্য) অগ্রিম গ্রহণের আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে অগ্রিম টাকা.....মাত্র পাওয়ার জন্য আবেদ করিতেছি।

আমি নিম্নবর্ণিত প্রশ্নাবলীর প্রতিটি সঠিক উত্তর প্রদান করিয়াছি।

আপনার অনুগত

তারিখঃ

স্বাক্ষরঃ.....

নামঃ.....

পদবী ও বিভাগঃ

ক্রঃ	প্রশ্নাবলী	আবেদনকারীর উত্তর	মন্তব্য
১।	বিগত ৩০ শে জুন তারিখে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণঃ (প্রদত্ত সর্বশেষ হিসাবের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে ফেরতযোগ্য)।		
২।	অগ্রিম উত্তোলনের কারণঃ (একাধিক কারণ হইলে উহ্য আলাদাভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)		
৩।	মূল বেতন (বেতনক্রমসহ):		
৪।	কমিশনে যোগদানের তারিখঃ		
৫।	পূর্বে কোন অগ্রিম উত্তোলন করিয়া থাকিলে উহার বিবরণঃ		
	(ক) যদি গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে উহা কখন সুদসহ সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়াছে তার বিবরণঃ		
	(খ) যদি সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইয়া থাকে তবে কত কিস্তি বাকী আছেঃ		
৬।	প্রার্থিত অগ্রিমের পরিমাণঃ		
৭।	অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা সুদসহ কি নাঃ		
৮।	প্রার্থীত অগ্রিম কত কিস্তিতে (সুদসহ) পরিশোধ করিতে ইচ্ছুকঃ		
৯।	জন্ম তারিখঃ		

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুপারিশঃ

আবেদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদন বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

উর্ধ্বতন অফিসারে সুপারিশ	সুপারিশকারীর স্বাক্ষরঃ	
	নাম ও পদবীযুক্ত সীলঃ	